সুরেশ কুমার

বনাম

হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৭৬)

২৬শে মার্চ, ২০২১

[অশোক ভূষণ এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

পাঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪: নিয়ম ১৩.১৪ – পরিদর্শক পদে পদোন্নতি – নিয়ম ১৩.১৪(২) অনুসারে, কোনও উপ-পরিদর্শককে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না যদি না তার উচ্চতর অধস্তন হিসেবে কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি থাকে, যার মধ্যে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক পদে থাকতে হবে – উপ-পরিদর্শকের নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতি তালিকা 'চ'-এ উপ-পরিদর্শকের নাম অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বশর্ত ছিল, যা এমন একটি তালিকা যেখান থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে – যদিও রাজ্য কর্তৃক ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে নির্বাচন গ্রেড প্রদানের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল, তবুও ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরেও উপ-পরিদর্শক থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির অনুশীলন নিয়ম ১৩.১৪(২) এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হয়েছিল – নির্বাচন গ্রেড প্রদানের জন্য একজন ব্যক্তিকে যে অধিকারী তা মূল্যায়নের জন্য নিয়মের মানদণ্ডকে অর্থহীন বলা যাবে না। নির্বাচন গ্রেড - উপ-পরিদর্শক থেকে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য আট বছরের অনুমোদিত চাকরির কথা বিবেচনা করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল একজন পুলিশ কর্মীর পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাতে তিনি পুলিশ স্টেশনে কর্মরত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হন - নির্বাচন গ্রেডগুলি প্রচারমূলক স্কেলের প্রকৃতির, তাই, নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডগুলিকে আরও পদোন্নতির মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যা পদোন্নতি কার্যকর করার সময় রাজ্য দ্বারা সমানভাবে অনুসরণ করা নিয়মের মূল চেতনা - পুলিশ কর্মীদের একই বা পরবর্তী পদে উচ্চতর পদে স্থানান্তরের জন্য মূল্যায়নের জন্য নিয়ম এবং পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা যাবে না বা উপেক্ষা করা যাবে না কারণ ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখে এই প্রকল্পটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল - পদোন্নতি কার্যকর করার সময় বিধি ১৩.১৪-এ প্রদত্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শকদের মূল্যায়ন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য কোনও ত্রুটি করেনি - পরিষেবা আইন - পদোন্নতি।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ- ১. হরিয়ানা রাজ্য কর্তৃক জারি করা ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সরকারী আদেশ, যা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করবে যে "গ্রুপ খ, গ এবং ঘ-এর কর্মচারীদের জন্য বিদ্যমান বাছাই গ্রেডের বর্তমান ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের জি.ও.-এর প্রভাব ছিল যে কোনও উপ-পরিদর্শক বা গ্রুপ গ-এর কোনও পুলিশ কর্মীর নির্বাচন গ্রেডের দাবি করার কোনও অধিকার ছিল না। সংবিধিবদ্ধ বিধি ১৩.১-এ বলা হয়েছে যে এক পদ থেকে অন্য পদে পদোন্নতি এবং একই পদে এক গ্রেড থেকে অন্য গ্রেডে পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। "প্রশিক্ষণ কোর্সে উত্তীর্ণ অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকৃতির, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট যোগ্যতা উপধানতার সাথে বিবেচনা করা হবে" এই বাক্যাংশের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে পদোন্নতির যোগ্যতা নিয়ম ১৩.১-এ অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেগুলি নিয়মের অন্য অংশ থেকে খুঁজে বের করতে হবে। নিয়ম ১৩.১ এক পদ থেকে অন্য পদে এবং এক গ্রেড থেকে অন্য গ্রেডে উভয় পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, নিয়ম ১৩.১ গ্রেডের মধ্যে এবং এক গ্রেড থেকে অন্য গ্রেডে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ম ১৩.১৪-এ "উপ-পরিদর্শকদের নির্বাচন গ্রেডে এবং নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতি" শিরোনাম রয়েছে। নিয়ম ১৩.১৪(২) অনুসারে, কোনও উপ-পরিদর্শককে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না যদি না তার উচ্চতর অধস্তন হিসেবে কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি থাকে, যার মধ্যে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক পদে থাকতে হবে। এবার আসি নিয়ম ১৩.১৫-এ যা "পরিদর্শকদের তালিকা এফ-পদোন্নতির" সাথে সম্পর্কিত, নিয়ম ১৩.১৫(১) পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত উপ-পরিদর্শকদের পক্ষ থেকে সুপারিশের সাথে সম্পর্কিত, যা প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল তারিখে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের দ্বারা ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেলের কাছে ফর্ম ১৩.১৫(১) এ জমা দিতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৬][২৯১-এফ-এইছ; ২৯২-এ-ডি]

২. নিয়ম ১৩.১৫ (৪)-এ বলা হয়েছে যে তালিকা 'এফ'-এ ভর্তি হওয়া উপ-পরিদর্শকদের বাছাই গ্রেডে স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ অনুযায়ী সেই তালিকায় রাখা হবে। সুতরাং, নির্বাচন গ্রেডে স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ হল সেই মানদণ্ড যা পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য অনুসরণ করা আবশ্যক ছিল এবং নিয়ম ১৩.১৪(২) অনুসারে কোনও উপ-পরিদর্শককে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না যদি না তার উচ্চতর অধস্তন হিসেবে কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি থাকে, যার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক পদে থাকতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৭] [২৯২-ডি-ই]

৩. এইভাবে, একজন উপ-পরিদর্শকের নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতি তালিকা 'এফ'-এ একজন উপ-পরিদর্শকের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পূর্বশর্ত ছিল, যা এমন একটি তালিকা যা থেকে পরিদর্শককে পদোন্নতি দেওয়া হবে। যদিও রাজ্য সরকার ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে নির্বাচন গ্রেড প্রদানের পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়, তবুও ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরেও উপ-পরিদর্শক থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি নিয়ম ১৩.১৪(২) এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হয়েছিল, অর্থাৎ, কেবলমাত্র সেই উপ-পরিদর্শকদের নাম তালিকা 'এফ'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যাদের তাদের ক্যাডারের উচ্চতর অধস্তন হিসেবে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি রয়েছে। নিয়ম অনুসারে, বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। বিবাদীদের বক্তব্য হল যে, ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সরকারি আদেশের মাধ্যমে রাজ্য সরকার নির্বাচন গ্রেডের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করার পর নির্বাচন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত সমস্ত আইনগত বিধান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরে পুলিশ বাহিনীর কোনও কর্মীকে কোনও নির্বাচন গ্রেড প্রদান না করা হলেও, পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য রাজ্য কর্তৃক গৃহীত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছিল। দ্বাদশ অধ্যায়ে থাকা নিয়মাবলীগুলিকে নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সমন্বিত এবং অর্থপূর্ণ পাঠ দিতে হবে। নিয়মাবলীতে একজন কর্মকর্তার মূল্যায়নের জন্য একটি পদ্ধতি এবং পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি নির্বাচন গ্রেড প্রদানের মাধ্যমে এবং তারপরে পরবর্তী পদে পরবর্তী পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারেন। নির্বাচন গ্রেড প্রত্যাহারের পরে নির্বাচন গ্রেড প্রদানের জন্য বিধিমালার মানদণ্ডগুলিকে অর্থহীন বলা যাবে না। পুলিশ কর্মকর্তা যে পদে ছিলেন সেই পদে নির্বাচন গ্রেড প্রদান করা, উচ্চতর পদে স্থানান্তরের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা তৈরির একটি পদক্ষেপ। এই যুক্তি কি মেনে নেওয়া যেতে পারে যে উপ-পরিদর্শককে পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে কেবল জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে? যখন একজন উপ-পরিদর্শককে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে, অর্থাৎ পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে বলে মনে করা হয় তখন কি অভিজ্ঞতার কোনও সীমা থাকবে না? যদি আমরা বিবাদীদের আইনজীবীর এই দাবী গ্রহণ করি যে, নির্বাচন গ্রেড প্রত্যাহারের পর বিধি ১৩.১৪(২) এর বিধান আর প্রযোজ্য হবে না, তাহলে পরিদর্শক হওয়ার জন্য কোনও উপ-পরিদর্শকের কোনও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না যা কখনও সংবিধিবদ্ধ বিধির উদ্দেশ্য ছিল না।

উপ-পরিদর্শক নির্বাচিত গ্রেডে পদোন্নতির জন্য আট বছরের অনুমোদিত পরিষেবার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল যা এই অভিপ্রায় নিয়ে ছিল যে একজন পুলিশ কর্মী দ্বারা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হবে যিনি একটি পুলিশ স্টেশন পরিচালনা করবেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে। এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে সংবিধিবদ্ধ বিধিগুলিতে কোনও সংশোধনী করা হয়নি ২৯.০৪.১৯৮৭ এর পরে এবং বিধি ১২.৩ প্রতিস্থাপনের জন্য ২৪.১২.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরেও। হাইকোর্ট এবং এই আদালতের সামনে রাষ্ট্রের মামলা হল যে, ২৯.০৪.১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ২০১৭ সাল পর্যন্ত নিয়ম বলবৎ হওয়ার পরও, সকল উপ-পরিদর্শক, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও রয়েছেন, তাদের নাম তালিকা 'এফ'-এ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে উচ্চতর অধস্তন হিসেবে আট বছরের অনুমোদিত চাকরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে অভিন্নভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১৮][২৯২-এফ-এইচ; ২৯৩-এ-এফ]

৪. বাছাই গ্রেডগুলি প্রচারমূলক স্কেলের প্রকৃতির হয়, অতএব, নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডকে আরও পদোন্নতির মানদণ্ড হিউপে নেওয়া যেতে পারে যা পদোন্নতি কার্যকর করার সময় রাজ্য দ্বারা অভিন্নভাবে অনুসরণ করা নিয়মগুলির চেতনা। পুলিশ কর্মীদের উচ্চতর পদে বা পরবর্তী পদে উন্নীত করার জন্য মূল্যায়নের নিয়ম ও পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটি দৃষ্টি হারানো যাবে না বা কেবলমাত্র ২৯.০৪.১৯৮৭-এ প্রকল্পটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল বলে উপেক্ষা করা যাবে না। পদোন্নতি কার্যকর করার সময় বিধি ১৩.১৪-এ প্রদত্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শকদের মূল্যায়ন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য কোনও ত্রুটি করেনি। এই আদালত সময় এবং বারবার নির্ধারণ করেছে যে বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি তৈরি করার সময় এমন কোনও নির্মাণ গ্রহণ করা উচিত যা কার্যকর হতে পারে বা উদ্দেশ্যের কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৯, ২০][২৯৩-জি-এইচ; ২৯৪-এ-বি]

গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন বনাম বিচারপতি আর. এ. মেহতা (অবসরপ্রাপ্ত) এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ৩ এস. সি. সি ১: [২০১৩] ১ এস. সি. আর ১-এর উপর নির্ভরশীল।

৫. উপরে বর্ণিত বিধিবদ্ধ বিধিমালা নির্মাণের নীতি পাঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। হাইকোর্ট যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, সেইভাবে নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কোনও ভুল করেনি।

১৯৩৪ সালের পাঞ্জাব পুলিশ বিধিমালার XIII অধ্যায়কে একত্রে এবং সুসংগতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং যখন আমরা বিধি ১৩.১, ১৩.১৪ এবং ১৩.১৫ ব্যাখ্যা করি, তখন আমরা রাজ্য কর্তৃক উপ-পরিদর্শকদের পরিদর্শক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না যাদের আট বছরের অনুমোদিত চাকরি রয়েছে, কমপক্ষে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক হিসেবে। সুতরাং, হাইকোর্ট যথাযথভাবে বেসরকারী বিবাদীদের পদোন্নতির আদেশ বহাল রেখেছে। এই আপিলগুলিতে হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ২১][২৯৫-জি-এইচ; ২৯৬-এ-বি]

গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন বনাম বিচারপতি আর.এ. মেহতা (অবসরপ্রাপ্ত) এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ৩ এসসিসি ১: [২০১৩] ১ এসসিআর ১ – নির্ভরযোগ্য।

		মামলা প্রসঙ্গ	
	[২০১৩] ১ এসসিআর ১	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৭৬।

সিডব্লিউপি নং ১৩৪৯৬/২০০৯ (ওএবংএম)-তে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২৭.০৭.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৭৭ এবং ১০৭৮ সহ।

নিখিল গোয়েল, এএজি, শ্যাম দিওয়ান, পিএস. পাটওয়ালিয়া, গুরমিন্দর সিং, পিএস. নরসিংহ, প্রবীণ অ্যাডভ., প্রদীপ দাহিয়া, সুশ্রী মহিমা বেনিপুরি, দেবাশীষ ভারুকা, অশোক কে, মহাজন, গৌতম অবস্থি, গুরুর সান্ধু, দেওয়ানশু যাদব, সুশ্রী নবীন গোয়েল, দুষ্যন্ত সরনা, বিনয় ম্যাথিউ, ডাঃ মনিকা গুসাই, সুশ্রী সিন্দুরা ভিএনএল, সুনীল গুলিয়া, রাহুল গুপ্তা, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেছেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি

১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই তিনটি আপিল ২৭.০৭.২০২০ তারিখের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২০০৯ সালের দেওয়ানি রিট আবেদন নং ১৩৪৯৬ খারিজ করে দেওয়া সাধারণ রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যা প্রথম দুটি আপিলের আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। তৃতীয় আপিল, সন্দীপ কুমার এবং আরেকটি আপিল হল ২০০৯ সালের দেওয়ানি রিট আবেদন নং ১৩৪৯৬-এ হস্তক্ষেপকারী দুই আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা আপিল।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একটি আপত্তিকর রায় দিয়ে রিট আবেদন খারিজ করে দিয়েছে, যেখানে হরিয়ানা পুলিশে পরিদর্শক হিসেবে ৪ থেকে ৩৪ নম্বর উত্তরদাতার পদোন্নতির আদেশ বহাল রাখা হয়েছে।

৩. এই আপিলগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজনঃ

হরিয়ানা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ ও পদোন্নতি পঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪ দ্বারা পরিচালিত হয়। ২০০১ সালের আগে হরিয়ানা রাজ্যে, পুলিশের উপ-পরিদর্শকদের ১০০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হত। ২৪.১২.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম ১২.৩ সংশোধন করে নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য নিয়ম ১২.৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছিলঃ

''১২.৩, পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শকদের সরাসরি নিয়োগ-বিধি ১২.১ এবং ১২.৪-এ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত পুলিশ পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদা ব্যতীত সরাসরি নিয়োগ করা হবে না। পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদে এই ধরনের নিয়োগ যথাক্রমে সর্বোচ্চ দশ শতাংশ এবং পঞ্চাশ শতাংশ পদ পর্যন্ত হতে পারে।''

৪. উপ-পরিদর্শক পদে প্রথম সরাসরি নিয়োগ ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তিনজন রিট আবেদনকারী, ওম প্রকাশ, সুদীপ কুমার সিং এবং সুরেশ কুমারকে উপ-পরিদর্শক হিউপে সরাসরি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। সমস্ত রিট আবেদনকারী ২০০৩ সালের মে মাসে উপ-পরিদর্শক হিউপে যোগদান করেন। এই আপিলগুলির ব্যক্তিগত উত্তরদাতারা, যাঁদের রিট আবেদনে উত্তরদাতা নং ৪ থেকে ৩৪ হিউপে সাজানো হয়েছিল, তাঁদের জুন, ২০০৩ এবং মার্চ, ২০০৪-এর মধ্যে সহকারী উপ-পরিদর্শক থেকে উপ-পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২৭.১১.২০০৮, ১৮.০৫.২০০৯ এবং ১৩.০৮.২০০৯ তারিখের আদেশ অনুসারে বিবাদীদের পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত পদোন্নতির আদেশে সংক্ষুব্ধ রিট আবেদনকারীরা ২০০৯ সালের ১৩৪৯৬ নম্বর দেওয়ানি রিট আবেদন দায়ের করে নিম্নলিখিত প্রতিকারের জন্য আবেদন করেছেনঃ

"i) মামলাগুলির নথি তলব করার জন্য ম্যান্ডামাস প্রকৃতির একটি রিট জারি করুন।

ii) ২৭.১১.২০০৮ তারিখের আদেশ (সংযোজনী-পি-৮), ১৮.০৫.২০০৯ তারিখের আদেশ (সংযোজনী-পি-৯) এবং ১৩.০৮.২০০৯ তারিখের আদেশ (সংযোজনী-পি-১০) বাতিল করে একটি সার্টিওরারি প্রকৃতির রিট জারি করুন যেখানে বেসরকারী বিবাদীদের পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে;

ii) ৩০.০৬.২০০৯ (সংযুক্তি পি-২) তারিখের নিশ্চিতকরণ আদেশ, ১৫.০৬.২০০৯ তারিখের আদেশ (সংযুক্তি পি-৩) এবং ৩০.০৬.২০০৯ তারিখের আদেশ (সংযুক্তি পি-৪) বাতিল করে সার্টিওরারি প্রকৃতির একটি রিট জারি করুন;

iv) পাঞ্জাব পুলিশ বিধিমালার ১২.২, ১২.৮ এবং ১৩.১৮ ধারা বাতিল করে একটি রিট জারি করুন, যা ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ ধারার সাথে সাংঘর্ষিক।

v) ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের পদোন্নতির তারিখ থেকে আবেদনকারীকে পরিদর্শক হিউপে বিবেচনা ও পদোন্নতি দেওয়ার জন্য সরকারী উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া এবং পরিদর্শক পদে জ্যেষ্ঠতা, বেতন নির্ধারণ, বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ সহ বকেয়া বেতনের অর্থ প্রদান ইত্যাদি সমস্ত ফলস্বরূপ ত্রাণ প্রদানের জন্য সরকারী উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া।

vi) বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এই মাননীয় আদালত উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করলে অন্য যে কোনও উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে।''

৫. রিট আবেদনটি রাষ্ট্রপক্ষ এবং বেসরকারী বিবাদী উভয় পক্ষই বিরোধিতা করেছিল। রাজ্যের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছিল যে উপ-পরিদর্শক পদ থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির যোগ্যতা আট বছরের পরিষেবা, যার মধ্যে পাঁচ বছরের পরিষেবা উপ-পরিদর্শক হিউপে হওয়া উচিত, রিট আবেদনকারীদের কাউকেই আট বছরের চাকরির কৃতিত্ব দেওয়া হয়নি তাই তারা যোগ্য নয় বলে পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। রিট আবেদনকারীদের ২০১১ সালে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল যখন তারা আট বছরের চাকরি শেষ করেছিল। রাজ্য বিধিগুলির কর্তৃত্বকে রক্ষা করেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে বিধিগুলি সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদের স্বেচ্ছাচারী বা লঙ্ঘনকারী ছিল না, হাইকোর্ট নিম্নলিখিত দুটি বিষয় বিবেচনা করার জন্য রিট আবেদনে তৈরি করেছেঃ

"(i) নিয়ম ১৩.১৪ (২) পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে কিনা?

(ii) যদি বিধি ১৩.১৪(২) প্রযোজ্য হয়, তাহলে আট বছরের অভিজ্ঞতার শর্ত কি স্বেচ্ছাচারী এবং বৈষম্যমূলক এবং তাই সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী বলে বাতিল করতে হবে?

৬. হাইকোর্ট পক্ষগুলির জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে বলেছিল যে পঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪-এর নিয়ম ১৩.১৪(২) পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। হাইকোর্ট আরও বলেছিল যে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য আট বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা নির্বিচারে বা বৈষম্যমূলক নয়। উপসংহার নথিভুক্ত করার পরে, হাইকোর্ট রিট আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে, রিট আবেদনকারীরা প্রথম দুটি আপিল দায়ের করেছেন এবং হস্তক্ষেপকারীদের দ্বারা শেষ আপিল দায়ের করা হয়েছে।

৭. আমরা আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত থাকতে শুনেছি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পি.এস. পাটওয়ালিয়া এবং বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিভান। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গুরমিন্দর সিং, বেসরকারী বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। হরিয়ানা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন, বিজ্ঞ অতিরিক্ত আইনজীবী জেনারেল শ্রী নিখিল গোয়েল।

৮. আবেদনকারীদের জন্য বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে আপিলকারী/রিট আবেদনকারীরা উপ-পরিদর্শক ক্যাডারের বেসরকারী উত্তরদাতাদের চেয়ে প্রবীণ ছিলেন, এবং উত্তরদাতাদের উপ-পরিদর্শক হিউপে পদোন্নতি দেওয়ার আগে তাদের সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রবীণ হওয়ার কারণে তারা পরিদর্শক পদে পদোন্নতি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন কারণ তারা উপ-পরিদর্শক হিউপে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাও সম্পন্ন করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট ভুলভাবে নিয়ম ১৩.১৪-এর উপর নির্ভর করেছে যা উপ-পরিদর্শক থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এটি দাখিল করা হয়েছে যে উপ-পরিদর্শক থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য প্রযোজ্য নিয়মগুলি হল ১৯৩৪ সালের নিয়ম ১৩.১, ১৩.১৫ এবং ১৩.১৬। নিয়ম ১৩.১৪ এমন একটি পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে একজন উপ-পরিদর্শককে উপ-পরিদর্শকের নির্বাচন গ্রেডে এবং নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। হরিয়ানা সরকার ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের তার আদেশের মাধ্যমে সমস্ত গ্রুপ বি, সি এবং ডি পদে নির্বাচন গ্রেড বাতিল করেছে। উপ-পরিদর্শক গ্রুপ-সি পদ হওয়ায়, ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরে কোনও উপ-পরিদর্শকের নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে, নিয়ম ১৩.১৪ এর প্রযোজ্যতা দাবি করার জন্য কোনও বেসরকারি উত্তরদাতাকে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের মানদণ্ড নিয়ম ১৩ এর উপ-নিয়ম (১) এবং নিয়ম ১৩.১৫ এ অন্তর্ভুক্ত। বিধি ১৩.১৫ এর উপ-বিধি (৪) যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয় বরং আন্তঃজেষ্ঠ্যতার সাথে সম্পর্কিত। হরিয়ানা পুলিশ (অ-গেজেটেড এবং অন্যান্য পদমর্যাদা) পরিষেবা বিধি, ২০১৭ এখন পরিশিষ্ট খ এর সাথে পঠিত বিধি ৭ অনুসারে, পরিশিষ্ট খ এর সাথে পঠিত, পরিশিষ্ট খ এর বিধান অনুসারে, পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য উপ-পরিদর্শক হিসেবে পাঁচ বছরের চাকরি প্রয়োজন। বিধি, ২০১৭ এর পদটি স্পষ্টতই হাইকোর্ট কর্তৃক আট বছরের যোগ্যতার সময়কালের জন্য নির্ধারিত কাঠামোকে পরাজিত করে।

৯. হরিয়ানা রাজ্যের বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী নিখিল গোয়েল বলেছেন যে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির প্রয়োজনীয়তা সর্বদা আট বছরের চাকরির। ১৯৬৬ সালে হরিয়ানা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এবং ১৯৮৭ সালে নির্বাচন গ্রেড বিলুপ্ত হওয়ার পরেও এই মানদণ্ডটি অনুসরণ করা হয়েছে। পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য আট বছরের চাকরির প্রয়োজনীয়তা ১৯৩৪ সালের বিধির নিয়ম ১৩.১৫(৪)-এর সাথে পঠিত নিয়ম ১৩.১৪-এর সংযুক্ত পাঠ থেকে স্পষ্ট। ১৯৩৪ সালের বিধির নিয়ম ১৩.১৪-কে রিট আবেদনে কখনও বিরোধিতা করা হয়নি, বরং এটি কেবলমাত্র ১২.২, ১২.৮ এবং ১৩.১৮-এর ক্ষমতা ছিল যা বিরোধিতা করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের বিধির উপর কোনও নির্ভরতা রাখা যাবে না, যা নয় বছর পরে বেসরকারী পদোন্নতির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। নিয়ম ১৩.১৪ হল পরিদর্শক পদে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিয়ম ১৩.১৪ ছাড়া, কোনও তালিকা চ থাকতে পারে না এবং তালিকা চ ছাড়া, পরিদর্শক পদে কোনও পদোন্নতি দেওয়া যাবে না। নির্বাচন গ্রেডগুলি একটি পদোন্নতি স্কেলের প্রকৃতির। অতএব, নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডগুলিকে আরও পদোন্নতির মানদণ্ড হিউপে গ্রহণ করা যেতে পারে। একজন উপ-পরিদর্শকের জন্য আট বছরের চাকরির প্রয়োজনীয়তা এবং যুক্তি হল একজন পরিদর্শকের উচ্চতর দায়িত্ব পালন করা। নিয়ম, ১৯৩৪ সর্বদা রাষ্ট্র দ্বারা সেভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে নতুন নিয়ম কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত পদোন্নতি প্রভাবিত হয়েছিল।

১০. ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী নিখিল গোয়েলের উত্থাপিত জমা দেওয়া বিষয়গুলিও গ্রহণ করেছেন যে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ের জন্য এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১১. শ্রী পি. এস. নরসিংহ, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের পক্ষেও উপস্থিত হয়েছেন। তবে, তিনি জমা দিয়েছেন যে রিট আবেদনকারী এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিবাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। তিনি জমা দিয়েছেন যে তাঁর মক্কেলদের ইতিমধ্যে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টগণ হিউপে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

১২. আমরা পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতার জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডগুলি পর্যালোচনা করেছি।

১৩. পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া তথ্য এবং নথি থেকে এই আপিলগুলিতে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ঃ-

(i) ১৯৩৪ সালের পাঞ্জাব পুলিশ বিধিমালায় উপ-পরিদর্শক থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির যে পদ্ধতি এবং পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছিল, তা কি ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সরকারি আদেশ জারি করে হরিয়ানা রাজ্য কর্তৃক গ্রুপ এ, বি এবং সি কর্মচারীদের নির্বাচন গ্রেড প্রদান প্রত্যাহার করার পর অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে?

(ii) পঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪-এর নিয়ম ১৩.১৪, যা বিভিন্ন বাছাই গ্রেডে পদোন্নতির কথা বিবেচনা করে, তা কি পরিদর্শক পদে একজন উপ-পরিদর্শকের পদোন্নতির কথা বিবেচনা করার সময় বিবেচনা করা যায় না এবং উপরের অধস্তন হিউপে কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত পরিষেবা থাকার প্রয়োজনীয়তা আর সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত উপ-পরিদর্শকের পদোন্নতির জন্য আকৃষ্ট হয় না?

১৪. সংশ্লিষ্ট জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার আগে, আমাদের উপ-পরিদর্শক পদ থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতি পরিচালনাকারী বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি হল পঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপ-পরিদর্শক পদ থেকে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য প্রযোজ্য নিয়মগুলি হল বিধি, ১৯৩৪-এর বিধি ১৩.১, ১৩.১৫ এবং ১৩.১৬, আমাদের উপরোক্ত নিয়মগুলি লক্ষ্য করতে হবে, যা নিম্নরূপঃ

''১৩.১. এক পদ থেকে অন্য পদে পদোন্নতি। -(১) এক পদমর্যাদা থেকে অন্য পদে এবং এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণিতে একই পদে পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা তৈরি করা হবে। দক্ষতা ও সততা নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রধান কারণ হবে। নির্দিষ্ট যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ কোর্স উত্তীর্ণ বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রকৃতির যাই হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে যত্ন সহকারে বিবেচনা করা হবে। যখন দুই কর্মকর্তার যোগ্যতা অন্যথায় সমান হয়, তখন প্রবীণকে পদোন্নতি দেওয়া হবে। এই নিয়মটি একটি সময়-স্কেলের মধ্যে বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে না।

(২) পুলিশ বাহিনীর বর্তমান সংবিধানের অধীনে কোনও অধস্তন অধস্তন ব্যক্তিকে সাধারণত স্বাধীনভাবে তদন্ত পরিচালনা বা থানা বা অনুরূপ ইউনিটের স্বাধীন দায়িত্বের দায়িত্ব দেওয়া হবে না। অতএব, উচ্চ অধস্তন পদমর্যাদার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী সহ সুবিজ্ঞ কনস্টেবলদের দ্রুত পদোন্নতি পাওয়া প্রয়োজন যাতে তারা কনস্টেবল এবং হেড কনস্টেবল পদমর্যাদার জন্য নির্ধারিত কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সেই পদে পৌঁছতে পারে এবং তাদের পরীক্ষা করা হয় এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৩) নথিভুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ছয়টি পদোন্নতি তালিকা-ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ-বজায় রাখা হবে।

ক, খ, গ এবং ঘ তালিকা প্রতিটি জেলায় বিধি ১৩.৬, ১৩.৭, ১৩.৮ এবং ১৩.৯-এ নির্ধারিত হিউপে বজায় রাখা হবে এবং কনস্টেবলদের বাছাই গ্রেড এবং প্রধান কনস্টেবল ও সহকারী উপ-পরিদর্শক পদে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করবে। ঙ তালিকাটি উপ-নিয়ম ১৩.১০(১)-এ নির্ধারিত উপ-মহাপরিদর্শকের পদে বজায় রাখা হবে এবং উপ-পরিদর্শক পদে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করবে। চ তালিকাটি উপ-নিয়ম ১৩.১৫(১)-এ নির্ধারিত মহাপরিদর্শকের অফিসে বজায় রাখা হবে এবং পরিদর্শক পদে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

এ, বি, সি, ডি অথবা ই তালিকা থেকে প্রবেশ অথবা অপসারণ অর্ডার বই এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের চরিত্রসূচিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই তালিকাগুলি সেই আধিকারিকদের নামমাত্র তালিকা, যাঁদের নাম নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চরিত্রসূচির যত্ন সহকারে পরীক্ষা না করে কোনও প্রকৃত নির্বাচন করা হবে না।

শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পদোন্নতির পাঁচ শতাংশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে থেকে করা যেতে পারে, যারা সর্বভারতীয় পর্যায়ে বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করে, যদি তারা অন্যথায় পদোন্নতির জন্য যোগ্য হয় তবে জ্যেষ্ঠতার জন্য।

১৩.১৫. তালিকা চ - পরিদর্শকদের পদোন্নতি। -(১) পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত সার্জেন্ট ও উপ-পরিদর্শকদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলি প্রতি বছর ১৫ই এপ্রিল পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টদের দ্বারা ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেলের কাছে ফর্ম ১৩.১৫(১)-এ জমা দিতে হবে। সরকারি রেলওয়ে পুলিশে নিযুক্ত সার্জেন্ট এবং উপ-পরিদর্শকদের পক্ষে সুপারিশগুলি প্রতি বছর অক্টোবরের মধ্যে একই ফর্মে সরাসরি পুলিশ মহাপরিদর্শকের কাছে প্রেরণ করবেন। সুপারিশকৃত কর্মকর্তাদের দেখার পর, তাদের রেকর্ড এবং তাদের সম্পর্কে তার নিজস্ব জ্ঞান বিবেচনা করে, ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল সিদ্ধান্ত নেবেন যে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের সুপারিশগুলি অনুমোদন করবেন কিনা এবং পরিদর্শক-জেনারেলের কাছে প্রেরণ করবেন কিনা। তিনি অফিসারের ব্যক্তিগত ফাইলে এইভাবে প্রেরিত যেকোনো সুপারিশের একটি অনুলিপি রাখবেন; যদি তিনি কোনও সুপারিশ অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তিনি অফিসারের ব্যক্তিগত ফাইলে মূলটি সংরক্ষণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্টের কাছে তার নিজস্ব আদেশের একটি অনুলিপি পাঠাবেন।

ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল অবশেষে সুপারিশকৃত কর্মকর্তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পরিদর্শক-জেনারেলের কাছে সুপারিশ জমা দেবেন, তবে প্রতি বছর অক্টোবরের পরে কোনও ক্ষেত্রেই নয়।

(২) পরিদর্শক-জেনারেল কর্তৃক সুপারিশকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদেরকে উপযুক্ত মনে করা হবে, তাদের পদোন্নতির তালিকা 'চ' (ফর্ম ১৩.১৫(২) তে ভর্তি করা হবে যা অবশ্য প্রকাশিত হবে না। ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেলকে অবহিত করা হবে, এবং পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্টদের, তালিকায় ভর্তি হওয়া ব্যক্তিদের নাম সম্পর্কে অবহিত করা হবে; অনুরূপ তথ্য সহকারী পরিদর্শক-জেনারেল, সরকারি রেল পুলিশের কাছে পাঠানো হবে।

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উপ-পরিদর্শকদের মূল ব্যক্তিগত ফাইলগুলি বিধি ১৩.৩৮(১) অনুসারে, ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল অথবা সহকারী পরিদর্শক-জেনারেল, সরকারি রেলওয়ে পুলিশের অফিসে সংরক্ষণের জন্য নকল তৈরি করার পর পরিদর্শক-জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সার্জেন্ট এবং উপ-পরিদর্শক উভয়ের ক্ষেত্রে ফর্ম ১৩.১৭-এ প্রস্তুত পরবর্তী সমস্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের কপি, নিয়ম ১৩.১৭(১) অনুসারে পরিদর্শক-জেনারেল কর্তৃক ফেরত পাঠানোর পর, ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল অথবা সহকারী পরিদর্শক-জেনারেল, সরকারি রেলওয়ে পুলিশের দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নকল ব্যক্তিগত ফাইলের সাথে লিপিবদ্ধ করা হবে। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ব্যতীত ব্যক্তিগত ফাইলে করার জন্য আদেশ দেওয়া সমস্ত এন্ট্রির কপি মূল ব্যক্তিগত ফাইলের সাথে রেকর্ড করার সাথে সাথে পরিদর্শক-জেনারেলের কাছে প্রেরণ করা হবে; এই সমস্ত কপি ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল অথবা সহকারী পরিদর্শক-জেনারেল, সরকারি রেলওয়ে পুলিশের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সত্যায়িত করা হবে।

(৩) তালিকা চ-এ নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ জমা দেওয়ার সময় ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল এবং সহকারী পরিদর্শক-জেনারেল, সরকারি রেল পুলিশ, একই সঙ্গে তালিকায় ইতিমধ্যেই ভর্তি হওয়া আধিকারিকদের ধরে রাখা বা অপসারণের বিষয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ (যার সঙ্গে বিস্তারিত গোপনীয় প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই) জমা দেবেন। এই সুপারিশগুলি পাওয়ার পর, পরিদর্শক-জেনারেল প্রাদেশিক তালিকা পর্যালোচনা করবেন এবং নাম ধরে রাখা বা বাদ দেওয়ার বিষয়ে আদেশ দেবেন, একই সাথে তার সিদ্ধান্ত ডেপুটি পরিদর্শক-জেনারেল এবং সহকারী পরিদর্শক-জেনারেল, সরকারি রেলওয়ে পুলিশের কাছে অবহিত করবেন।

(৪) তালিকা চ-এ ভর্তি হওয়া উপ-পরিদর্শকদের বাছাই গ্রেডে তাদের স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ অনুযায়ী সেই তালিকায় রাখা হবে, এবং যদি একই তারিখে তালিকা চ-এ ভর্তি হওয়া দুই বা ততোধিক উপ-পরিদর্শকের ক্ষেত্রে নির্বাচন গ্রেডে স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ একই হয়, তবে টাইম-স্কেলে স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ অনুযায়ী। সার্জেন্টদের তালিকায় প্রবেশের তারিখ অনুযায়ী "চ" তালিকায় দেখানো হবে। তবে, একই তারিখে যখন দুই বা ততোধিক সার্জেন্টকে তালিকা চ-এ ভর্তি করা হবে, তখন তাদের নাম নিজেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে দেখানো হবে।

১৩.১৬. পরিদর্শক পদে পদোন্নতি -(১) পরিদর্শক পদে উল্লেখযোগ্য শূন্যপদ, প্রবেশনার নিয়োগের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত শূন্যপদগুলি বাদে, নিয়ম ১৩.১-এ নির্ধারিত নীতি অনুসারে নির্বাচিত' এফ 'তালিকা থেকে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। সার্জেন্টরা ইউরোপীয় পরিদর্শকদের জন্য সংরক্ষিত নিয়োগগুলিতে পদোন্নতির জন্য যোগ্য।

(২) পরিদর্শক পদমর্যাদার অস্থায়ী শূন্যপদগুলি নিয়োগের জন্য বিধি ১৩.৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা চ তালিকার কর্মকর্তাদের কার্যনির্বাহী পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এই ধরনের কার্যনির্বাহী পদোন্নতি ঙ তালিকার ক্ষেত্রে উপ-বিধি ১৩.১২(১) এ নির্ধারিত নীতি অনুসারে করা হবে এবং সেই নিয়মের দ্বিতীয় অংশটি, পরিবর্তিতভাবে, এফ তালিকার কর্মকর্তাদের কাজের যাচাই-বাছাই এবং পরিদর্শক পদমর্যাদার অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম সেই তালিকা থেকে অপসারণ পরিচালনা করবে।

(৩) মহাপরিদর্শকের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত, চ তালিকায় নাম না থাকা কোনও কর্মকর্তাকে পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে না। যখন উপ-মহাপরিদর্শককে যে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে, সেই শূন্যপদের জন্য চ তালিকায় কোনও আধিকারিক উপস্থিত না থাকেন, তখন অন্য পরিসর থেকে একজন ব্যক্তিকে নিয়োগের জন্য মহাপরিদর্শকের কাছে আবেদন করা হবে।''

১৫. অন্যদিকে, উত্তরদাতারা নিয়ম ১৩.১৪ এর উপর নির্ভর করেছিলেন, যার ফলে নিম্নলিখিত প্রভাব পড়েঃ-

"১৩.১৪. উপ-পরিদর্শকদের বাছাই গ্রেডে পদোন্নতি -(১) উপ-পরিদর্শকদের বিভিন্ন বাছাই গ্রেডে পদোন্নতি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, সরকারি রেল পুলিশ দ্বারা করা হবে, কারণ এই ধরনের নিয়োগের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ বিধি ১৩.১-এ বর্ণিত নীতি অনুসারে ঘটে।

(২) কোনও উপ-পরিদর্শককে বাছাই গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না, যদি না তাঁর উচ্চ অধস্তন হিউপে কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি থাকে, যার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন উপ-পরিদর্শক পদে থাকতে হবে এবং যদি না তিনি প্রথম শ্রেণীর গুরুত্বের কোনও থানায় দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি দক্ষ ও সক্ষম হন। কোনও উপ-পরিদর্শক যিনি হ্রাস, বৃদ্ধি বন্ধ, বা বৃদ্ধির জন্য অনুমোদিত পরিষেবা বাজেয়াপ্ত করে শাস্তি পেয়েছেন, তিনি নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির যোগ্য হবেন না। এই নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি কেবল বিশিষ্ট পরিষেবা এবং অনুকরণীয় আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ মহাপরিদর্শকের অনুমোদনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

(৩) চতুর্থ বাছাই গ্রেডে উন্নীত উপ-পরিদর্শকগণ এক বছরের জন্য পরীক্ষানিরীক্ষাধীন থাকবেন এবং আচরণ ও দক্ষতার দৃষ্টান্তমূলক মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষার সময়কালে বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আনুষ্ঠানিক বিভাগীয় কার্যধারা ছাড়াই ফেরত পাঠানো যেতে পারে।

শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, যদি কোনও ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে করে, তাহলে প্রবেশনকাল সামগ্রিকভাবে এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারে এবং প্রবেশনকালের সময়কালে বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যে কোনও সময় এই ধরনের আদেশ দিতে পারে যা প্রবেশনকালের মূল সময়কালের সময় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পাস হতে পারত।"

১৬. আমরা এখন হরিয়ানা রাজ্য কর্তৃক জারি করা ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সরকারী আদেশটি লক্ষ্য করতে পারি, যা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে জানিয়ে দেয় যে "গ্রুপ খ, গ এবং ঘ-এর কর্মচারীদের জন্য বিদ্যমান বাছাই গ্রেডের বর্তমান ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের জি.ও.-এর প্রভাব ছিল যে কোনও উপ-পরিদর্শক বা গ্রুপ গ-এর অন্তর্গত কোনও পুলিশ কর্মীর নির্বাচন গ্রেডের দাবি করার কোনও অধিকার ছিল না। বিধিবদ্ধ বিধি ১৩.১-এ বলা হয়েছে যে এক পদ থেকে অন্য পদে এবং একই পদে এক গ্রেড থেকে অন্য গ্রেডে পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। "প্রশিক্ষণ কোর্সে উত্তীর্ণ অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকৃতির, নির্দিষ্ট যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হবে" এই বাক্যাংশটির ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে পদোন্নতির যোগ্যতা বিধি ১৩.১-এ অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেগুলি বিধির অন্যান্য অংশ থেকে খুঁজে বের করতে হবে।

নিয়ম ১৩.১ এক পদমর্যাদা থেকে অন্য পদে এবং এক গ্রেড থেকে অন্য গ্রেডে পদোন্নতি উভয়ই পরিচালনা করে। সুতরাং, নিয়ম ১৩.১ গ্রেডের মধ্যে এবং এক গ্রেড থেকে অন্য গ্রেডে পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ম ১৩.১৪-এ "উপ-পরিদর্শকদের বাছাই গ্রেডে পদোন্নতি এবং পদোন্নতি" শিরোনাম রয়েছে। নিয়ম ১৩.১৪(২)-এ বলা হয়েছে যে কোনও উপ-পরিদর্শককে কোনও গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না যদি না তার কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত পরিষেবা থাকে, যার মধ্যে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক পদে থাকতে হবে। এবার আসি নিয়ম ১৩.১৫-এ যা "পরিদর্শকদের তালিকা-পদোন্নতির তালিকা" সম্পর্কিত, নিয়ম ১৩.১৫(১) পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত উপ-পরিদর্শকদের পক্ষ থেকে সুপারিশের সাথে সম্পর্কিত, যা প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল তারিখে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের দ্বারা ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেলের কাছে ফর্ম ১৩.১৫(১)-এ জমা দিতে হবে।

১৭. বিধি ১৩.১৫(৪)-এ বলা হয়েছে যে, "চ" তালিকায় ভর্তি হওয়া উপ-পরিদর্শকদের বাছাই গ্রেডে স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ অনুযায়ী সেই তালিকায় রাখা হবে। সুতরাং, নির্বাচন গ্রেডে স্থায়ী পদোন্নতির তারিখ হল সেই মানদণ্ড যা পরিদর্শক পদে পদোন্নতির জন্য অনুসরণ করা আবশ্যক ছিল এবং নিয়ম ১৩.১৪(২) অনুসারে কোনও উপ-পরিদর্শককে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না যদি না তার উচ্চতর অধস্তন হিসেবে কমপক্ষে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি থাকে, যার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক পদে থাকতে হবে।

১৮. সুতরাং, একজন উপ-পরিদর্শকের নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতি ছিল তালিকা 'চ'-এ একজন উপ-পরিদর্শকের নাম অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বশর্ত, যা এমন একটি তালিকা যেখান থেকে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়া হত। যদিও রাজ্য সরকার ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে নির্বাচন গ্রেড প্রদানের পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়, তবুও ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরেও উপ-পরিদর্শক থেকে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি নিয়ম ১৩.১৪(২) এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হয়েছিল, অর্থাৎ, কেবলমাত্র সেই উপ-পরিদর্শকদের নাম তালিকা 'এফ'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যাদের তাদের ক্যাডারের উচ্চতর অধস্তন হিসেবে আট বছরের অনুমোদিত চাকরি রয়েছে। নিয়ম অনুসারে, বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। বিবাদীদের বক্তব্য হল যে, ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখের সরকারি আদেশের মাধ্যমে রাজ্য সরকার নির্বাচন গ্রেডের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করার পর নির্বাচন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত সমস্ত আইনগত বিধান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরে পুলিশ বাহিনীর কোনও কর্মীকে কোনও নির্বাচন গ্রেড প্রদান না করা হলেও, পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য রাজ্য কর্তৃক গৃহীত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছিল।

XIII। অধ্যায়ে থাকা নিয়মাবলীগুলিকে নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সমন্বিত এবং অর্থপূর্ণ পাঠ দিতে হবে। নিয়মাবলীতে একজন কর্মকর্তার মূল্যায়নের জন্য একটি পদ্ধতি এবং পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি নির্বাচন গ্রেড প্রদানের মাধ্যমে এবং তারপরে পরবর্তী পদে পরবর্তী পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারেন। নির্বাচন গ্রেড প্রত্যাহারের পরে নির্বাচন গ্রেড প্রদানের জন্য বিধিমালার মানদণ্ডগুলিকে অর্থহীন বলা যাবে না। পুলিশ কর্মকর্তা যে পদে ছিলেন সেই পদে নির্বাচন গ্রেড প্রদান করা, উচ্চতর পদে স্থানান্তরের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা তৈরির একটি পদক্ষেপ। এই যুক্তি কি মেনে নেওয়া যেতে পারে যে উপ-পরিদর্শককে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে কেবল জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে? যখন একজন উপ-পরিদর্শককে পরবর্তী উচ্চতর পদে, অর্থাৎ পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে বলে মনে করা হবে তখন কি অভিজ্ঞতার কোনও সীমা থাকবে না? যদি আমরা বিবাদীদের আইনজীবীর এই যুক্তি মেনে নিই যে, সিলেকশন গ্রেড প্রত্যাহারের পর বিধি ১৩.১৪(২) এর বিধান আর প্রযোজ্য হবে না, তাহলে পরিদর্শক হওয়ার জন্য কোনও উপ-পরিদর্শকের কোনও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না যা সংবিধিবদ্ধ বিধির উদ্দেশ্য কখনও ছিল না। উপ-পরিদর্শককে সিলেকশন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য আট বছরের অনুমোদিত চাকরির কথা বিবেচনা করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল একজন পুলিশ কর্মীর পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাতে তিনি পুলিশ স্টেশনে কর্মরত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী পরিদর্শক হিসেবে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হন। এটি লক্ষণীয় যে, ২৯.০৪.১৯৮৭ সালের পরে এবং ২৪.১২.২০০১ তারিখে নিয়ম ১২.৩ এর পরিবর্তে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরেও সংবিধিবদ্ধ বিধিতে কোনও সংশোধন করা হয়নি। হাইকোর্ট এবং এই আদালতের সামনে রাষ্ট্রের মামলা হল যে, ২৯.০৪.১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ২০১৭ সাল পর্যন্ত নিয়ম বলবৎ হওয়ার পরও, সকল উপ-পরিদর্শক, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও রয়েছেন, তাদের নাম তালিকা 'চ'-এ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে উচ্চতর অধস্তন হিসেবে আট বছরের অনুমোদিত চাকরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে অভিন্নভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল।

১৯. নির্বাচন গ্রেডগুলি পদোন্নতি স্কেলের প্রকৃতির, তাই, নির্বাচন গ্রেডে পদোন্নতির জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডগুলিকে আরও পদোন্নতির মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যা রাজ্য কর্তৃক পদোন্নতির সময় একইভাবে অনুসরণ করা নিয়মের মূল চেতনা। পুলিশ কর্মীদের একই বা পরবর্তী পদে উচ্চতর পদে স্থানান্তরের জন্য মূল্যায়নের নিয়ম এবং পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে কেবল ২৯.০৪.১৯৮৭ তারিখে এই প্রকল্পটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল বলেই উপেক্ষা করা যাবে না বা উপেক্ষা করা যাবে না।

পদোন্নতি কার্যকর করার সময় নিয়ম ১৩.১৪-এ প্রদত্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শকদের মূল্যায়ন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য কোনও ত্রুটি করেনি।

২০. এই আদালত বার বার বলে আসছে যে সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা প্রণয়ন করার সময় এমন নির্মাণ গ্রহণ করা উচিত যা নিয়মের উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যকে কার্যকর করতে পারে এবং এমন কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয় যা নিয়মটিকে অকার্যকর করে তুলতে পারে। আমরা গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন বনাম বিচারপতি আর.এ. মেহতা (অবসরপ্রাপ্ত) এবং অন্যান্যরা, (২০১৩) ৩ এসসিসি ১ মামলায় এই আদালতের রায় উল্লেখ করতে পারি, যেখানে এই আদালত ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতগুলি নির্ধারণ করেছেঃ

''৯৬. সংবিধিবদ্ধ নির্মাণের প্রক্রিয়ায়, আদালতকে অবশ্যই আইনটিকে তার সামনে আইনী উক্তি 'উট রেস ম্যাজিস ভ্যালেট কাম পেরেইট'-এর কথা মাথায় রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে, যার অর্থ কোনও জিনিসকে অকার্যকর করার চেয়ে কার্যকর হওয়া ভাল, অর্থাৎ কোনও আইনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এটি কার্যকর করা যায়। নোকস বনাম ডনকাস্টার অ্যামালগ্যামেটেড কোলিয়ারিজ লিমিটেডে ভিসকাউন্ট সাইমন, এল.সি. [১৯৪০ এসি ১০১৪: (১৯৪০) ৩ এএলএল ইআর ৫৪৯ (এইচএল)] নিম্নরূপে বর্ণিত: (এসি পৃষ্ঠা ১০২২)

''... যদি দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে নির্বাচন করা হয়, যার মধ্যে সংকীর্ণতরটি আইনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হবে, তাহলে আমাদের এমন একটি নির্মাণ এড়ানো উচিত যা আইনটিকে নিরর্থক করে দেবে এবং বরং এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সাহসী নির্মাণ গ্রহণ করা উচিত যে সংসদ কেবল একটি কার্যকর ফলাফল আনার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করবে।''

৯৭. একইভাবে হুইটনি বনাম আইআরসি [১৯২৬ এসি ৩৭ (এইচএল)]-তে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ (এসি পৃষ্ঠা ৫২)

''... একটি আইন কার্যকর হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং আদালতের দ্বারা তার ব্যাখ্যাটি সেই উদ্দেশ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য হওয়া উচিত, যদি না গুরুত্বপূর্ণ বাদ দেওয়া বা স্পষ্ট নির্দেশ সেই লক্ষ্যটিকে অপ্রাপ্য করে তোলে।''

৯৮. সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে সম্পূর্ণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক নির্মাণের মতবাদের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে এবং আদালতকে অবশ্যই বলতে হবে যে সংবিধিকে বাতিল করার পরিবর্তে সংবিধির অর্থ কী হওয়া উচিত, কারণ সংবিধির অর্থ কার্যকর এবং অযোগ্য নয়। আদালতকে অবশ্যই একটি সংবিধিকে অকার্যকর ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যাখ্যার নিয়ম অনুসারে, এমন নির্মাণ যা আইনের উদ্দেশ্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, পক্ষগুলির স্বার্থ রক্ষা করে এবং প্রতিকারকে জীবিত রাখে, তাকে আইনের পাঠ্য এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

আদালত কর্তৃক প্রদত্ত গঠন অবশ্যই আইনের উদ্দেশ্যকে প্রচার করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে তা পূরণ করবে এবং এর উদ্দেশ্যকে বিলোপ করবে না। "আদালত দৃঢ়ভাবে এমন যেকোনো গঠনের বিরুদ্ধে ঝুঁকে থাকে যা একটি আইনকে অকার্যকর করে তোলে। আইনের বিধান এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে এটি কার্যকর এবং কার্যকর হয়।" আদালতকে অবশ্যই একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং আইনটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল তা মনে রাখতে হবে কারণ আইনের উদ্দেশ্য নিজেই আদালতকে আইনের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করার সময় ভাল দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং এইভাবে আইন প্রণয়নের অসারতা বাতিল করতে হবে। একটি আইনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে আইনটি নিজেই একটি মৃত অক্ষরে পরিণত না হয় এবং আইনসভার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয় যদি না এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে। আদালতকে এমন একটি কাঠামো গ্রহণ করতে হবে যা দুষ্টুমি দমন করে এবং প্রতিকারকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং "দুষ্টুমি অব্যাহত রাখার জন্য সূক্ষ্ম উদ্ভাবন এবং ফাঁকি দমন করে, এবং আইনের নির্মাতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে, প্রো বোনো পাবলিকো, এবং প্রতিকার ও প্রতিকারে শক্তি ও প্রাণ যোগ করে"। আদালতকে আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য কার্যকর করতে হবে কারণ আইনসভা একটি যুক্তিসঙ্গত আইন প্রণয়ন করেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। (দেখুনঃ এম. পেন্তিয়া বনাম মুদ্দালা বীরমল্লাপ্পা [এআইআর ১৯৬১ এসসি ১১০৭], এস.পি. জৈন বনাম কৃষ্ণ মোহন গুপ্ত [(১৯৮৭) ১ এসসিসি ১৯১: এআইআর ১৯৮৭ এসসি ২২২], আরবিআই বনাম পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড [(১৯৮৭) ১ এসসিসি ৪২৪: এআইআর ১৯৮৭ এসসি ১০২৩], তিনসুখিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিমিটেড বনাম আসাম রাজ্য [(১৯৮৯) ৩ এসসিসি ৭০৯: এআইআর ১৯৯০ এসসি ১২৩], এসসিসি পৃষ্ঠা ৭৫৪, অনুচ্ছেদ ১১৮, ইউসিও ব্যাংক বনাম রাজিন্দর লাল কাপুর [(২০০৮) ৫ এসসিসি ২৫৭: (২০০৮) ২ এসসিসি (এলএবংএস) ২৬৩] এবং গ্রিড কর্পোরেশন অফ ওড়িশা লিমিটেড বনাম ইস্টার্ন মেটালস অ্যান্ড ফেরো অ্যালয়স [(২০১১) ১১ এসসিসি ৩৩৪]।)"

২১. উপরে বর্ণিত বিধিবদ্ধ বিধিমালা নির্মাণের নীতি পাঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আমাদের অভিমত হল যে, হাইকোর্ট যেভাবে এই বিধিমালা প্রণয়ন করেছে, সেভাবে এই বিধিমালা প্রণয়নে হাইকোর্ট কোনও ভুল করেনি। আমরা পঞ্জাব পুলিশ বিধিমালা, ১৯৩৪-এর ব্যাখ্যার বিষয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করি। নিয়মের XIII অধ্যায়কে সম্মিলিতভাবে এবং সুসংগতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং যখন আমরা নিয়ম ১৩.১, ১৩.১৪ এবং ১৩.১৫ ব্যাখ্যা করি, তখন আমরা রাজ্য কর্তৃক উপ-পরিদর্শকদের ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না যাদের আট বছরের অনুমোদিত পরিষেবা রয়েছে, কমপক্ষে পাঁচ বছর উপ-পরিদর্শক হিসেবে।

সুতরাং, হাইকোর্ট বেসরকারী উত্তরদাতাদের পদোন্নতির আদেশকে যথাযথভাবে বহাল রেখেছে। এই আপিলগুলিতে হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি। আপিলগুলি খারিজ করা হয়।

দেবিকা গুজরাল

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal